মহাকাব্য যখন মানুষী উপকথা

আরাবল্লি পাহাড়ের ভিল জনজাতির মানুষেরা গড়ে তুলেছেন তাঁদের নিজস্ব মহাভারত, যা প্রচলিত মূল রচনা থেকে অনেকটাই আলাদা। ভিল মহাভারত। পড়লেন **রিমি মুৎসুদ্দি**

'ভীলোঁ নু ভারথ' এক গাথাকাব্য। ভিল জাতির লোকসংস্কৃতিতে মহাভারত। আরাবল্লি পর্বতমালার কোলে গুজরাটের খেড়ব্রহ্মা-পাঁচা ও রাজস্থানের কোটরা তহসিলের কয়েকটি ছোট ছোট গ্রামে বাস ভিল আদিবাসীদের। তাঁদের মুখে মুখে পরম্পরাগত ভাবে চলে আসছে এই গাথা কাহিনি।

পাহাড়ি অঞ্চলে নানা ঋতুতে নানা পার্বণ। আর সেই সব পার্বণের দিনে, উৎসবের দিনে, এমনকী শোকের দিনেও গাওয়া হয় এই গাথাকাব্য।

'ভারথ' শব্দের অর্থ যুদ্ধ। ভিল মহাভারতে মিশেছে ভিল জাতির নিজস্ব ইতিহাস, নিজস্ব জীবনশৈলী। তাই মূল মহাভারতের সুবৃহৎ থাকলেও অনেকাংশেই তা ভিন্ন।

জমির মালিকানা বা জমির উপর অধিকারবোধ ভারতের যে কোনও আদিবাসী গোষ্ঠীর মতো ভিলদের মধ্যেও ছিল না। বংশ পরম্পরায় পাহাড়, নদী, অরণ্যের সম্পদ প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানকেই জীবনযাত্রায় অপরিহার্য করে তুললেও কোনও মালিকানা বোধ কখনও অনুভব করেনি। তাই তাঁদের মহাভারত কাব্যেও সেই চিন্তায় জমির মালিকানা কেন্দ্রিক বিরোধ যেন অনুপস্থিত।

মূল মহাভারতের সঙ্গে এখানেই তফাত ভিলদের মহাভারত কাব্যের। এই গাথাকাব্যে প্রাধান্য পেয়েছে এমন বহু বিষয় ও ঘটনা যা বিস্ময় জাগায়।

মঙ্গলকাব্য থেকে মৈমনসিংহ গীতিকায় যেমন গায়েন গীতিকা বা কাব্য শুরু করেন দেবদেবী ও সভার বন্দনা করে, ভিল গাথাকাব্যে এই বন্দনা বা স্তুতি একেবারে শেষে গাওয়া হয়। মঙ্গলকাব্যে যেমন দেব দেবীর প্রতিষ্ঠা, মৈমনসিংহ গীতিকায় প্রেম ও সাধারণ মানুষের সামাজিক অবস্থানের সংকট মুখ্য চরিত্র, 'ভারথ' গীতিকাব্যে ভিলদের নিজস্ব আচার আচরণ ও বিশ্বাসবুদ্ধিই যেন কাব্যের মূল সুর। অদ্ভুত এই কাহিনিতে মূল মহাভারতের সব চরিত্রগুলিও ভিল জাতির আদলে ও নিজস্ব উপকথায় বর্ণিত। জয়দ্রথ ও কেদারনাথের ঊর্ধ্বে এ এক অন্য 'ভারথ' অর্থাৎ যুদ্ধ কাহিনি।

শান্তনু রাজা ও গঙ্গার উপাখ্যান স্থানীয় ভাষায় সতেরোখানি গঙ্গা কাহিনি। গঙ্গার তীর্থস্থানে যাওয়া এক সাধু গরুর পায়ের চাপা পড়ে মারা যায়। সেই সাধুর আত্মা প্রবেশ করে এক বেনে-পরিবারের গর্ভে। পুত্রসন্তান হয়ে সে জন্ম নেয় বেনে-পরিবারের ছেলে। সেই সন্তান বড় হলে ইন্দ্ররাজার কাছে চাকরি করতে যায়। সেখানে এক বাসুকিনাগকে ধর্মদেবে পাঠিয়ে তাকে নিজের অর্জিত অর্থ থেকেই একটি সোনার কাপড় উপহার দেয়। সেই সোনার কাপড় পরা বাসুকিনাগকে দেখে ইন্দ্র কুপিত হন। যে কাপড় ইন্দ্রাণী পরেন, তা কী করে এক বাসুকিনাগ পরতে পারে?

কাহিনির এই অংশ যেন সমাজে বিত্তবানের অহং-এর এক রূপ। আদিবাসীরা যে অহং-এর শিকার আবহমান কাল ধরে। মূল মহাভারতেও সেই একই কারণে একলব্যের আঙুল কেটে নেওয়ার মতো কাহিনির উল্লেখ। যদিও ভিল মহাভারতে একলব্য কাহিনি অনুপস্থিত।

বাসুকিনাগকে সোনার কাপড় দেওয়ার অপরাধে সেই বেনে সন্তান ইন্দ্ররাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়। তবে এই বিতাড়িত হওয়া মূল মহাভারতের মতো নির্বাসন নয়। এখানে ভিল মহাভারতের চরিত্র তার নিজের অধিকারটুকু উসুল করে নেয়। ইন্দ্র রাজার রাজ্যে এত দিন সে যে বিনা বেতনে কাজ করেছে তার মূল্য বাবদ ইন্দ্র দানপাত্রের কাঠি দিয়ে মেপে মেপে টাকা দেয়। সেই টাকা ও সোনাদানায় দুই বলদের গাড়ি বোঝাই হয়ে ওঠে। অতএব ব্যবসায়ী কখনো এখানে শূন্য হাতে ফেরে না।

পথে সে সূর্যদেবের অভিশাপে শিয়ালে পরিণত হয়। সেই শিয়াল এক দিন দেখে জল পাতালের নীচ থেকে গঙ্গাকে উঠে আসতে। দেবীর অপরূপের মতো গঙ্গার রূপ দেখে মুগ্ধ শিয়াল গঙ্গাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। শিয়ালের দুঃসাহস দেখে গঙ্গা পাথর দিয়ে তার চোখে আঘাত করে। অতঃপর শিয়ালের ক্ষোভ ও অপমানের বহন তাকে সাতবার জন্ম নিতে বাধ্য করে শান্তনুর গঙ্গাকে বিয়ে করার বাসনায়।

> শোকগ্রস্ত অর্জুন শ্মশানভূমিতে এসে পুত্রশোকে কাতর হলে শ্মশান নিজেই কথা বলে অর্জুনের সঙ্গে। শ্মশান জানায় জীবিতের সঙ্গে মৃতের কোনও সম্পর্ক নেই। অর্জুন কার জন্য কাঁদছে?

গঙ্গা ও শান্তনুর বিয়ে এই কাব্যে প্রেম নয়, অহং-এর তুষ্টি।

সাধারণ সমাজের মূল্যবোধ আর এই গাথাকাব্যে পৌরাণিক সব চরিত্রের মূল্যবোধ একেবারেই পৃথক। প্রেম ও নরনারীর সম্পর্ক কেবল কর্তব্য ও অকপট মনের সুস্থ ইচ্ছের প্রকাশ যেন।

রাজা ও শ্যামের কাহিনিও ঠিক যেন সে রকমই। শ্যাম রাজাকে ছেড়ে স্বাবলম্বী হওয়ার সময় রাজারানিকে পরীক্ষা করতেই এক অপরূপ যুবক সওদাগরের বেশ ধরে ফিরে আসে। রাজাও সেই যুবকের রূপমুগ্ধ হয়ে নিজেকে সমর্পণ করে। এমনকী সওদাগররূপী শ্যামের ছলনায় রাজা নিজে হাতে কৃষ্ণের ছবি ছিঁড়ে ফেলে ও দেওয়ালে আঁকা শ্যামের পটচিত্রও মুছে দেয়।

আবার শ্যাম তাঁর স্বরূপে ফিরে এসে রাজার অবিশ্বাসের অভিযোগ আনুষ্ঠানিক খোঁজ করতে গেলে প্রথমে মিথ্যা বললেও, কোনওমতে প্রাণী হত্যা করতে রাজারানি অকপটে স্বীকার করে তার দোষ। এই স্বীকারোক্তি এমন অদ্ভুত ভাবে বর্ণিত, যেন এক নিখুঁত ছোটগল্প।

নারী এই গাথাকাব্যে সতী বা পুণ্যবতী শুধু ভক্তি করা নারী নয়। প্রচলিত অর্থের 'সতী' শব্দটি মূল মহাভারতেই ভেঙে ফেলেছে তার নিজস্ব প্রয়োজনে। ভিল মহাভারত এ ক্ষেত্রেও স্বতন্ত্র। দ্রৌপদী (দেবী) ও বাসুকির কাহিনিটি সে অন্তঃস্থলে আকর বহন করে। পাতালপুরীতে বারো বছর নিদ্রাকালে দ্রৌপদীর সোনার কেশরাশি এসে পড়ে বাসুকির শরীরে। সেই স্বর্ণকেশের অধিকারিণীর খোঁজে বাসুকি পাতালপুরী থেকে পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়। হস্তিনাপুরে রাজনিবাসে দ্রৌপদীর শয়নকক্ষে এসে উপস্থিত হয়। অর্জুন বাধা দিতে গেলে বাসুকি তার খোঁপার একজোড়া ফুল দিয়ে অর্জুনকে বেঁধে দেওয়ালে ঝুলিয়ে দেয়। এর পর অর্জুনের চোখের সামনেই দ্রৌপদীর সঙ্গে বিবিধ ক্রীড়ায় রত হয়। দ্রৌপদীও গরম জল এনে বাসুকিকে স্নান করিয়ে দেয়, বত্রিশ ব্যঞ্জন রান্না করে সোনার থালায় পরিবেশন করে খাওয়ায়। তার পর বাসুকির ষোলো শৃঙ্গার সম্পূর্ণ হলে তার সঙ্গে শয্যায় আসে।

অর্জুন দেওয়ালে বাঁধা অবস্থায় এই দৃশ্য দেখে প্রতি দিন। রাত পোহালে বাসুকি ফিরে যেত তার পাতালপুরীতে। যাওয়ার আগে অর্জুনকে মুক্ত করে দিয়ে যায়। অর্জুন দেওয়াল থেকে মাটিতে পড়লে দ্রৌপদী তার সেবা ও শুশ্রূষা করে। এই বাসুকির হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে অর্জুন ও দ্রৌপদী পরামর্শ করে। দ্রৌপদী কর্ণের শরণাপন্ন হয়। এক দিকে অর্জুন কর্ণের সৌজন্যবশত নমস্কারের (জোহার) বদলে পা দেখিয়ে অপমান করে, অন্য দিকে কৃষ্ণ কর্ণের কাছে দ্রৌপদী নিজের দুঃখের কথা বলে সাহায্য চায়। শিশুপতিত্ব জানতে কর্ণ সুদূর বাংলায় আসে। এখানে সূর্যকে খুশি করে ও পরে সূর্যের থেকে দিব্য অস্ত্র নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে আসে। কর্ণের দিব্য অস্ত্র বাসুকির নটি ফণার মধ্যে আটটি কেটে ফেলে। কোনও মতে প্রাণ নিয়ে বাসুকিকে পাতালপুরীতে ফিরে আসতে দেয়।

নাগকন্যা আর পাণ্ডবদের মধ্যে সেই বিরোধের শুরু। এ বিরোধ মূল মহাভারতেও আছে। তবে বিরোধের কারণ কিছুটা ভিন্ন। মূল মহাভারতের উলুপী এখানে বাসুকি কন্যা হীরাপাদ। মূল মহাভারতে উলুপী অর্জুনকে বিবাহ করার আগে বিধবা ছিল। ভিল গাথায় পাতালপুরীতে সাপের কামড়ে মৃত অর্জুনকেই হীরাপাদ প্রথম বিবাহ করে।

সুভদ্রার কাহিনিও এখানে অদ্ভুত। কৃষ্ণ ভগিনী সুভদ্রা কুমারী অবস্থায় ইন্দোনা নামক এক দানবকে গর্ভে ধারণ করে। এই ইন্দোনাও আর কৃষ্ণের জন্ম চিন্তায় দেব-দানবের দ্বন্দ্বের অবতারণা। পরবর্তী সুভদ্রাকে কৃষ্ণের অনুরোধে কুন্তী পুত্রবধূ রূপে বরণ করে। সার্বভৌমত্বেই কৃষ্ণ অভিমন্যুকে দুটি ভেদের কৃতকৌশল জানানোর পরেই সুভদ্রা ঘুমিয়ে পড়ে, তাই এই কাহিনিতেও একই কারণে অভিমন্যুরূপী ইন্দোনার মৃত্যু হয় যুদ্ধক্ষেত্রে।

ভিল মহাভারতের সবচেয়ে আশ্চর্য অভিমন্যুর মৃত্যুতে অর্জুনের শোককাহিনি। শোকগ্রস্ত অর্জুন শ্মশানভূমিতে এসে পুত্রশোকে কাতর হলে শ্মশান নিজেই কথা বলে অর্জুনের সঙ্গে। শ্মশান জানায় জীবিতের সঙ্গে মৃতের কোনও সম্পর্ক নেই। অর্জুন কার জন্য কাঁদছে? যতক্ষণ অভিমন্যু জীবিত ছিল ততক্ষণই সে অর্জুন সন্তান। মৃত অভিমন্যু অর্জুন সন্তান নয়।

অদ্ভুত আশ্চর্য এক সত্য অথবা উপলব্ধি! কী ভাবে এই উপলব্ধি সংযোজিত হল 'ভিল ভারথ কথা'য়? এই প্রশ্নটি প্রস্তাবিত ভূমিকায় অনুবাদক জয়া মিত্র রেখেছেন পাঠকদের কাছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তে যা বর্ণিত, তা কী ভাবে শ্মশানের নিজস্ব কণ্ঠে অর্জুনকে শোনায়?

সেই একই দর্শন, একই শিক্ষা।

ভিল মহাভারতের ভূমিকায় অনুবাদক জয়া মিত্র প্রশ্ন রেখেছেন, শোকের এই উপলব্ধির বয়স কত? কে কাকে দান করেছে এই উপলব্ধি? এ কি এক বিপরীত গমনপথেরই নির্দেশক?

রামায়ণের শম্বুকের মনে পড়ে। বেদ অধ্যয়নের জন্য সত্যযুগের ব্রাহ্মণেরা রাম কর্তৃক শম্বুক বধ নিশ্চিত করিয়েছিল। সেই শম্বুকের বংশধররাই কি যুগ যুগ ধরে তাদের নিজের পূর্বপুরুষের পথ অনুসরণ করে বেদ অধ্যয়ন করেছে? না, জয়া মিত্রের প্রশ্ন অনুযায়ী এ এক বিপরীত গমনপথই?

১৯৮৪ থেকে ১৯৮৭, এই চার বছর ধরে আরাবল্লি পার্বত্য অঞ্চলে ঘুরে ভগবানদাস প্যাটেল এই লোককাব্য সংগ্রহ করেছেন। পরবর্তীকালে তা বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। মূল গুজরাতির হিন্দি অনুবাদে আকৃষ্ট হয়ে ভিল ভারথ গাথা বাংলায় অনুবাদের সিদ্ধান্ত নেন জয়া মিত্র।

সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত 'ভিল মহাভারত' আদিবাসী ভাষায় রচিত ভারতীয় সাহিত্যের এক অমূল্য নিদর্শন।

ভিল মহাভারত
সংকলন: ভগবানদাস প্যাটেল
বাংলা রূপান্তর: জয়া মিত্র
সাহিত্য অকাদেমি। ২১০ টাকা